রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৯, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ কার্তিক ১৪১২/১৬ অক্টোবর ২০০৬

এস. আর. ও নং ২৬৫-আইন/২০০৬—Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976) এর section 109 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই বিধিমালা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (গোয়েন্দা শাখা) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "উপ-পুলিশ কমিশনার" অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার এবং, ক্ষেত্রমত, যুগ্ম-পুলিশ কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(খ) "থানা" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধির section 4(1) (s) এর অধীন সরকার কর্তৃক Police Station হিসাবে ঘোষিত এবং নির্ধারিত ঢাকা মেট্রোপলিটনের কোন এলাকা যাহা প্রধানতঃ তদন্ত ইউনিট হিসাবে কাজ করে;

(গ) "পুলিশ কমিশনার" অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার;

(ঘ) "পরিশিষ্ট" অর্থ এই বিধিমালার কোন পরিশিষ্ট;

মূল্য ঃ টাকা ১৪.০০

(ঙ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(চ) যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার" অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার;

(ছ) "সহকারী পুলিশ কমিশনার" অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং ক্ষেত্রমত অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **গোয়েন্দা শাখার (Detective Branch) কার্যাবলী।**—ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসাবে গোয়েন্দা শাখার কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) ঢাকা মেট্রোপলিটন, এলাকায় অপরাধের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কমিশনারকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা;

(খ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি বিশেষ ইউনিট হিসাবে অপরাধ অনুসন্ধান ও উহার প্রতিরোধ করা; এবং

(গ) পরিশিষ্ট-১ এর বর্ণিত দায়িত্ব পালন করা।

৪। **পোষাক।**—পুলিশ কমিশনারের ভিন্নরূপ কোন নির্দেশ না থাকিলে গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা এবং ফোর্স তাহাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে সাধারণ পোষাক পরিধান করিতে পারিবেন।

৫। **সংগঠন।**—(১) গোয়েন্দা শাখা একজন যুগ্ম-পুলিশ কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে, যিনি পরিশিষ্ট-২ এ উল্লিখিত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদনে তিনজন উপ-পুলিশ কমিশনার এবং চারজন অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার যুগ্মপুলিশ কমিশনারকে সহায়তা করিবেন।

(৩) অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) গোয়েন্দা দপ্তরের সাধারণ শাখার দায়িত্বে থাকিবেন এবং উক্ত শাখা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাসহ বিধি ৮ মোতাবেক গঠিত অন্যান্য শাখাসমূহকে সাধারণ সেবা সার্ভিস প্রদান করিবে।

(৪) গোয়েন্দা শাখার দক্ষ কর্মসম্পাদনের নিমিত্ত সমগ্র ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা দুইটি ক্রাইম জোনে বিভক্ত হইবে এবং প্রতিটি জোন একজন উপ-পুলিশ কমিশনারের অধীনে থাকিবে।

(৫) অপরাধের ধরণ অনুযায়ী উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য গোয়েন্দা অফিসে বিভিন্ন টীম থাকিবে।

(৬) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর প্রসিকিউশন শাখার দায়িত্বে থাকিবেন একজন উপ-পুলিশ কমিশনার যাহার কার্যাবলীর মধ্যে কোর্ট পুলিশের কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৭) প্রসিকিউশন শাখা মামলা প্রস্তুতকরণ, দায়েরকরণ, প্রমাণ করা সংগ্রহ, আপীল বা রিভিশন দায়ের, গ্রেফতারী পরওয়ানা, সমন, জামিনের বিষয়াদি, রিকগনাইজেন্স বন্ড, বিচারাধীন বন্দী, অপরাধীদের নিবন্ধন, কোর্ট মালখানা, সম্পত্তির হেফাজতসহ উক্ত কাজের সহিত সম্পর্কিত রেকর্ড ও

রেজিষ্টার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং গোয়েন্দা শাখার একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকিবেন।

(৮) গোয়েন্দা শাখার সদর দপ্তর ইহবে উক্ত শাখার যুগ্ম-পুলিশ কমিশনারের কর্মস্থল।

৬। **স্টাফ।**—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অপরাধ অনুসন্ধান ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গোয়েন্দা শাখা কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করে বিধায় গোয়েন্দা শাখায় পদায়নের জন্য কর্মচারী নির্বাচনে নিম্নরূপ বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) তদন্তকারী কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সততা ও দক্ষতা যাচাই করিতে হইবে;

(খ) থানায় অপরাধ অনুসন্ধান ও প্রতিরোধের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে; এবং

(গ) উপযুক্ত শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তা থাকিতে ইহবে, যাহাতে অপরাধ অনুসন্ধান ও উদ্ঘাটনের আধুনিক কৌশল ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে।

(২) গোয়েন্দা শাখায় পদায়নকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সাধারণতঃ তিন বৎসরের জন্য উক্ত শাখায় কর্মরত থাকিবে।

৭। **পরিচয়পত্র।**—(১) গোয়েন্দা শাখায় পদায়নকৃত প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরিশিষ্ট ৩ এ উল্লিখিত নমুনা অনুযায়ী পরিচয়পত্র প্রদান করা হইবে যাহাতে পরিচয়পত্রের নম্বর, বহনকারীর ষ্ট্যাম্প সাইজের ছবি, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মনোগ্রাম এবং গোয়েন্দা শাখার যুগ্ম-পুলিশ কমিশনারের স্বাক্ষর থাকিবে।

(২) পরিচয়পত্র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং, দেখিতে চাইলে, যে কোন সাধারণ মানুষকে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) পরিচয়পত্রের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বদলি, সাময়িক বরখাস্ত ও অবসর গ্রহণের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র সমর্পণ করিতে হইবে।

৮। **সাধারণ শাখার সেকশন।**—ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাধারণ শাখার অধীন বিভিন্ন সেকশন থাকিবে।

৯। **রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস সেকশন**—(১) সাধারণ শাখার অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারের তত্ত্বাবধানে এবং একজন সহকারী পুলিশ কমিশনারের দায়িত্বে একটি রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস সেকশন থাকিবে।

(২) রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস সেকশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পুলিশ কমিশনারকে সহায়তার জন্য দুইজন পরিদর্শক এবং কয়েকজন উপ-পরিদর্শক থাকিবেন, তাহারা চাহিদা মোতাবেক তদন্তকারী কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও কৌশলগত বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৩) অপরাধের তদন্ত ও অপরাধ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এবং পুলিশের সাধারণ কার্যাবলীর উন্নয়ন সাধনে রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস সেকশন সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে।

(৪) রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস সেকশন নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবে, যথা ঃ—

(ক) অপরাধ সংঘটনের পদ্ধতিসহ অপরাধের প্রবণতা পরীক্ষা করা;

(খ) অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাখিবার জন্য কার্যকর পদ্ধতি চিহ্নিত করা;

(গ) আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ রেকর্ডভুক্ত করা ও উহা নিরসনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা;

(ঘ) আদালতে বাদীপক্ষের মামলার পরাজয়ের কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ করা;

(ঙ) উচ্চ আদালতের গুরুত্বপূর্ণ রুলিংসমূহ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ গেজেট প্রকাশ করা এবং প্রয়োজনীয় রুলস্, অর্ডারস ও রেফারেন্স সরবরাহ করিতে পাবলিক প্রসিকিউটরকে সহায়তা করা; এবং

(চ) উপরি-উক্ত অনুরূপ বিষয় অধ্যয়ন করা।

(৫) রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস সেকশনের সহিত একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী থাকিবে যাহাতে আইনের বই, অপরাধ বিজ্ঞান, প্রশাসন, সাধারণ জ্ঞান, রেফারেন্স, প্রাসংগিক জার্নাল, পিরিওডিক্যালস এবং বিদগ্ধ প্রকাশনাসমূহ থাকিতে হইবে এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মকর্তাদের অধিকতর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে উহাদিগকে লাইব্রেরী ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা হইবে।

(৬) একজন উপ-পরিদর্শক লাইব্রেরী পরিচালনা করিবেন এবং সহকারী পুলিশ কমিশনার (ডিবি) এর অনুমতি ব্যতীত বই বা অন্য কোন পাঠোপকরণ লাইব্রেরীর বাহিরে নেওয়া যাইবে না।

(৭) অপরাধ উদ্ঘাটন ও তদন্তে সহায়ক হিসাবে ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরীর একাংশে কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি থাকিবে এবং কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন একজন উপ-পরিদর্শক উক্ত সেকশনের দায়িত্বে থাকিবেন এবং তিনি যন্ত্রপাতিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উহা ব্যবহার করিতে তদন্তকারী অফিসারগণকে সহায়তা করিবেন।

(৮) ট্রেনিং একাডেমীসমূহের সহযোগিতা লইয়া রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস সেকশন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তাদের আইনগত জ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, মাঝে মাঝে, স্বল্পমেয়াদী চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করিবে এবং নবউদ্ভাবিত কোন জ্ঞান কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রচার করিতে কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করিবে যাহাতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাতগণ অংশগ্রহণ, নিবন্ধ উপস্থাপন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করিবেন।

১০। **ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স অফিস (সিআইও)**—(১) সাধারণ শাখার অধীনে একটি ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স অফিস (সিআইও) থাকিবে, যাহা ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার অপরাধ নিরোধ ও উদ্ঘাটনের কাজে পুলিশ কমিশনার এবং তাহার তদারককারী স্টাফদের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসাবে এবং তদন্তকারী অফিসারদের ব্যবহারের জন্য 'ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স' আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে 'ক্লিয়ারিং হাউস' হিসাবে কাজ করিবে।

(২) ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স অফিসে একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার, অন্যূন দুইজন পরিদর্শক এবং কয়েকজন উপ-পরিদর্শক কাজ করিবেন যাহারা বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা এবং মাঠপর্যায়ে অপরাধ নিরোধের কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে নিয়োগলাভ করিবেন।

(৩) ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স অফিসের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) পরিশিষ্ট ৪ এর নির্ধারিত ছকে সন্দেহভাজন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও তাহাদের সঙ্গীদের তথ্য সংরক্ষণ;

(খ) অপরাধীদের অপরাধ সংঘটন পদ্ধতি অনুসারে সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ চিত্র প্রস্তুতকরণ;

(গ) তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট হইতে ধরন অনুযায়ী তথ্য গ্রহণ, পর্যবেক্ষণ ও নথিভুক্তকরণ;

(ঘ) দফা (ক), (খ) ও (গ) তে সংগৃহীত তথ্যাদি তুলনাকরণ এবং উহা হইতে কোন কিছু অনুমিত হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ;

(ঙ) দফা (ক), (খ) ও (গ) অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসকৃত মামলাসমূহের অপরাধ সূচীপত্র প্রণয়ন;

ব্যাখ্যা ঃ শ্রেণীবিন্যাসকালীন বিবেচ্য বিষয় হইবে—(১) অপরাধীদের অপরাধ সংঘটন পদ্ধতি এবং (২) অপরাধীদের প্রদত্ত বিবিধ সূত্র- যেমন, ব্যবহৃত ডাকনাম, বিশেষ ধরনের পোষাক পরিধান, সাক্ষীদের দেখা অপরাধীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, বিশেষ ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার, বিশেষ সংকেত ব্যবহার প্রভৃতি।

(চ) নিম্নরূপ বিষয় বিবেচনায় অপরাধীদের অপরাধ সূচীপত্র প্রণয়ন—

(অ) অপরাধ সংঘটনে অনুসৃত পদ্ধতির শ্রেণী মোতাবেক চিহ্নিত অপরাধীদের নামের সূচীপত্র;

(আ) চেহারা, চাল-চলন, বাচনভংগী, ডাকনাম প্রভৃতি শ্রেণী মোতাবেক চিহ্নিত অপরাধীদের সূচীপত্র;

(ছ) পুলিশ কমিশনারকে এমনভাবে আগাম সংবাদ সরবরাহ করা যাহাতে পরিকল্পিত অপরাধের বিষয়ে পূর্বেই অবগত হওয়া যায় এবং প্রতিরোধমূলকভাবে অপরাধীদের অবস্থানে অভিযান পরিচালনা করা যায়;

(জ) পরিশিষ্ট ৫ এ প্রদত্ত ছক অনুযায়ী পাক্ষিকভাবে ঢাকা মেট্রোপলিন পুলিশ গেজেট প্রকাশ করা;

(ঝ) পলাতক ও হুলিয়া ঘোষিত অপরাধীদের গ্রেফতার, খারাপ চরিত্রের ব্যক্তিদের খোঁজ করা এবং এই সকল কাজে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা বহির্ভূত পুলিশ ইউনিটগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা এবং এতদবিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন থানাসমূহের প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন ও যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করা;

(ঞ) একই অপরাধী বা অপরাধী চক্র এক বা একাধিক থানার অধীনে ধারাবাহিকভাবে একাধিক মামলায় জড়িত থাকিলে উহা উর্ধ্বতন পর্যায় হইতে সমন্বয় করা বা উপ-পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা শাখা) এর নির্দেশনা লইয়া এই জাতীয় মামলার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া এবং এতদুদ্দেশ্যে উপ-পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা শাখা) ও অপরাধ দমন বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনারের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা;

(ট) পরিশিষ্ট ১ (ক) এ বর্ণিত অপরাধ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, তথ্যগত পার্থক্য পরীক্ষা ও সংরক্ষণ করা এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ চাহিলে তদ্‌বিষয়ে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনামূলক সার্ভিস প্রদান করা;

(ঠ) থানায় কোন ব্যক্তির নিখোঁজ হইবার সংবাদ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে উহা সাধারণ ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করা এবং সিআইওতে রিপোর্ট করা।

(ড) দফা (ঠ) এর অধীন কোন সংবাদ প্রাপ্ত সিআইও ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার হাসপাতালসমূহের ভর্তি রেজিস্টার, লাশের রেজিস্টার প্রভৃতি চেকিং এর ব্যবস্থা করিবে এবং উহাতে কোন তথ্য প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ উহা স্থানীয় থানায় অবহিত করিবে;

(ঢ) নিখোঁজ সংবাদসমূহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং যে সকল নিখোঁজ ব্যক্তির কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে না মাস শেষে উহা ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

(৪) ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স অফিস প্রাথমিকভাবে থানার তদন্তকারী কর্মকর্তাদের তদন্ত ও অপরাধ উদঘাটন কাজে সহায়তা করিবে।

(৫) থানাসমূহ বদলোক ও অভ্যাসগত অপরাধীদের গতিবিধি ও মামলাসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স অফিসকে অবহিত করিবে এবং ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স অফিস প্রাপ্ত তথ্যগুলি পরীক্ষা, তুলনা ও শ্রেণীবিন্যাস করিবে ও ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের উহা অবহিত করিবে।

(৬) ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স ও সংবাদাদি কম্পিউটারে সংরক্ষণের জন্য ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স অফিসে দক্ষ কম্পিউটার অপারেটর থাকিবে।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স অফিসে সংরক্ষিত অপরাধ ও অপরাধীদের রেকর্ডসমূহ নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং সফলভাবে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে নিজেদের মধ্যে এবং ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স অফিস স্টাফদের সহিত তথ্যাদি বিনিময় করিবেন।

১১। ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকশন।—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাধারণ শাখার অধীন ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স অফিসের একটি অংশ হিসাবে ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকশন থাকিবে।

(২) অপরাধীদের ও তাহাদের কার্যাবলীর যাবতীয় রেকর্ড এই সেকশনে রক্ষিত থাকিবে এবং গোয়েন্দা বিভাগ বিপি ফরম নম্বর ৬৫ এ এতদ্‌বিষয়ে জেনারেল ডায়েরী সংরক্ষণ করিবে।

(৩) থানায় সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ নিবন্ধিত হইলে এজাহারের সহিত অপরাধ সংঘটনের বিভিন্ন দিক নির্দেশক একটি ক্রাইম রিপোর্ট নথিভুক্ত করিতে হইবে এবং জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে উহা ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকশনে প্রেরিত হইবে।

(৪) অভিযুক্তদের শাস্তির বিবরণীসহ ক্রিমিনালদের জীবনী সম্বলিত তথ্যশীট, কেসের শেষ পরিণতির বর্ণনাসহ, কোর্ট পরিদর্শক কর্তৃক মামলা নিষ্পত্তির পর পরই ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকশনে প্রেরিত হইবে যাহার হিস্ট্রিশীট ও নমিনাল কার্ডে বিস্তারিত বিবরণ থাকিবে।

(৫) দৈত চেকিং এর নিমিত্ত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকেও সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিটি মামলার ফলাফল ও অন্যান্য বিবরণী সম্বলিত চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাঠাইতে হইবে।

(৬) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রতিমাসে দাগী অপরাধীদের রেজিস্টার, পলাতকদের রেজিস্টার, বদলোকদের রেজিস্টার এবং উগ্রলোকদের রেজিস্টার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ক্রস রেফারেন্সের জন্য ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকশনে প্রেরণ করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন প্রেরিত রেজিস্টারে বিস্তারিত বিবরণ না থাকিলে ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকশন উহা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিবে এবং ছয়মাস অন্তর দাগী অপরাধী, বদ চরিত্র ও পলাতকদের তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে।

(৮) এক থানার দাগী অপরাধী, বদ চরিত্র বা পলাতক অপরাধী অন্য থানায় গ্রেফতার হইলে বিষয়টি জানিবা মাত্র প্রথমোক্ত থানাকে অবহিত করিতে হইবে।

(৯) এক থানার সনাক্তযোগ্য হারানো সম্পদ অন্য থানায় উদ্ধার হইলে ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকশন, একইভাবে, উহা মূল কেসের সহিত সংযুক্ত করিবে এবং কোর্ট গ্যাং কার্ডে উল্লিখিত সাজাগুলিও ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকশনে লিপিবদ্ধ হইবে।

(১০) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদিগকে অবশ্যই ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকশনে হাজির করাইবেন এবং কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অন্ততঃ আধাঘন্টা সময় পাইবেন।

১২। **ফটোগ্রাফী সেকশন।**—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাধারণ শাখার অধীন ফটোগ্রাফী সেকশন থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে চাহিদাপত্র দিয়া যে কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা গোয়েন্দা শাখার ফটোগ্রাফী সেকশনের ফটোগ্রাফারের সার্ভিস গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার ও পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাব-ইন্সপেক্টর ও কনস্টেবল ফটোগ্রাফী সেকশনের দায়িত্বে থাকিবেন।

(৩) নেগেটিভস ডেভেলপ ও ছবি প্রিন্ট করিবার জন্য ফটোগ্রাফী সেকশনের সহিত একটি ল্যাবরেটরী থাকিবে।

(৪) ফটোগ্রাফার তদন্তকারী কর্মকর্তার নির্দেশনা অনুযায়ী ঘটনাস্থলের ছবি তুলিবেন, তবে তদন্ত কর্মকর্তা তাহার প্রয়োজন মোতাবেক বিষয়বস্তুর এ্যাঙ্গেল ও ফিল্ড দেখাইয়া দিবেন।

(৫) ফটোগ্রাফার অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নেগেটিভ চিহ্নিত ও সংরক্ষণ করিবেন এবং যতশীঘ্র সম্ভব তদন্ত কর্মকর্তাকে উহার প্রিন্ট সরবরাহ করিবেন।

(৬) প্রচলিত আইনের শর্ত মোতাবেক অপরাধীদের ছবি তুলিতে হইবে।

(৭) এক বৎসর বা তদূর্ধ্ব সময় সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী বা পরবর্তী সময়ে দোষী সাব্যস্ত হইবার কারণে বর্ধিত সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের ছবি তুলিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উহার মাপজোক লইবেন, তবে এই ধরনের ছবি ও মাপজোক সংশ্লিষ্ট মামলার রায় ঘোষিত হইবার পরে লইতে হইবে।

(৮) পুলিশ কর্মকর্তাগণ, প্রয়োজন মনে করিলে, এক বৎসর বা তদূর্ধ সময়ের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের ছবিও লইতে পারিবেন।

(৯) প্রতি সপ্তাহে একজন ফটোগ্রাফার জেল প্যারাডে উপস্থিত থাকিবেন এবং পূর্ববর্তী সপ্তাহে যাহাদের মামলার রায় হইয়াছে এইরূপ আসামীদের ছবি তুলিবেন।

(১০) পিআরটি সাজাপ্রাপ্ত আসামী অন্য জেলে বদলি হইবার পূর্বেই তাহার ছবি তুলিতে হইবে এবং আসামীর ছবি, ছবিরকপি, বিভিন্ন ডকুমেন্টের ফটোকপি প্রভৃতিও প্রস্তুত করিতে হইবে।

১৩। বিশেষ মহিলা পুলিশ দল।—(১) গোয়েন্দা শাখার অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার এর অধীনে কিছু মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর, এসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর ও কনস্টেবলের একটি ক্ষুদ্র মহিলা পুলিশ দল কাজ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত মহিলা পুলিশ দলের প্রধান কাজ হইবে মহিলা বন্দী ও কিশোর অপরাধীদের তল্লাশী, জিজ্ঞাসাবাদ, গ্রেফতার ও এসকর্ট করার কাজে তদন্ত কর্মকর্তাদের সহায়তা করা এবং মহিলা সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণেও ইহারা তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সহায়তা করিবে।

(৩) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট, প্রয়োজনে, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত মহিলা পুলিশ দলের সার্ভিস গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৪। বোমা বিষয়ক সেকশন।—(১) বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ বিষয়ে গোয়েন্দা শাখায় একটি বোমা বিষয়ক সেকশন থাকিবে যাহাতে বিস্ফোরক পদার্থ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে নিয়োগ করা হইবে।

(২) লুকায়িত বিস্ফোরক দ্রব্য অনুসন্ধানে বোমা বিষয়ক সেকশন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের নিয়ন্ত্রণাধীন ডগ-স্কোয়াড এর সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট, প্রয়োজনে, বোমা বিষয়ক সেকশনের সার্ভিস গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৫। আদালতের মন্তব্য নিষ্পত্তি।—(১) অপরাধ বিষয়ক বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার এর দপ্তরে রক্ষিত কমেন্টস বাই কোর্টস রেজিস্টার এর অতিরিক্ত হিসাবে সমগ্র ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) দপ্তরে 'স্ট্রিকচার রেজিস্টার' ও 'এপ্রিসিয়েশন রেজিস্টার' থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত রেজিস্টারের এন্ট্রিসমূহ প্রতিবছর সময়ানুক্রম অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং বিভিন্ন ইউনিটের 'কমেন্টস বাই কোর্টস' রেজিস্টারগুলি মাঝে মাঝে ডিবি অফিসে আনা হইবে এবং সেখানে রক্ষিত 'স্ট্রিকচার রেজিস্টার' ও এপ্রিসিয়েশন রেজিস্টারের সাথে মিলাইয়া দেখা হইবে ইহাতে যাহাতে কোর্টের সকল মন্তব্যের উপর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

(৩) গোয়েন্দা শাখার রিজার্ভ অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

১৬। **ফিঙ্গারপ্রিন্ট এন্ড ফুটপ্রিন্ট সেকশন।**—(১) সকল গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও তদন্ত কর্মকর্তার নির্দেশ মতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অনুসন্ধানের জন্য গোয়েন্দা শাখায় একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এন্ড ফুটপ্রিন্ট সেকশন থাকিবে এবং উক্ত সেকশনে কমপক্ষে দুইজন বিশেষজ্ঞ ইন্সপেক্টর নিযুক্ত থাকিবেন।

(২) ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডেভেলপ করিতে বা তুলিতে হইবে অথবা ছবি তুলিতে হইবে এবং প্রত্যয়ন ও তুলনা করার জন্য উহা সিআইডির ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরোতে পাঠাইতে হইবে।

(৩) সন্দেহভাজন কোন আসামী গ্রেফতার হইলে Identification of Prisoners Act. 1920 (Act. XXXIII of 1920) এর বিধান মোতাবেক তাহার ফিঙ্গারপ্রিন্ট লইতে হইবে এবং উহা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরোতে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) এক বৎসর বা ততোধিক মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির ফিঙ্গারপ্রিন্টও আইনানুযায়ী লওয়া যাইবে।

(৫) দুর্ঘটনা, অস্বাভাবিক মৃত্যু বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট মৃত দেহের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পুলিশ মর্গ লইতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরোতে পাঠাইতে হইবে।

(৬) সন্দেহভাজন বন্দীর ফুটপ্রিন্টও গ্রহণ করা হইবে এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ঘটনাস্থলে যাইয়া ফুটপ্রিন্ট খোঁজা তুলিয়া লওয়া, ছবি লওয়া এবং ফুটপ্রিন্টের ছাঁচ লইবার জন্য ফুটপ্রিন্ট এক্সপার্টকে ডাকা যাইবে।

(৭) ঘটনাস্থলে তোলা ফুটপ্রিন্ট এবং সন্দেহভাজনদের ফুটপ্রিন্টের তুলনাপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য উহা সিআইডি'র ফরেনসিক সাইন্স ল্যাবরেটরীতে প্রেরিত হইবে।

১৭। **মালখানা।**—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার অধীন একটি মালখানা থাকিবে যাহাতে সিজকৃত আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ, একজিবিট, দাবীদারবিহীন সম্পত্তি এবং অকেজো ঘোষিত সরকারী সম্পত্তি জমা রাখা হইবে।

(২) একজিবিট ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি, বিদ্যমান আইন মোতাবেক, মাঝে মাঝে নীলামে বিক্রয় করা হইবে এবং একজন গেজেটেড কর্মকর্তা নীলাম বিক্রয়ের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সাধারণ শাখার অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মালখানার কাজ তদারক করিবেন, রক্ষিত মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবেন এবং প্রতি তিন মাস পর এক বার মালখানা পরিদর্শন করিবেন।

১৮। **রিজার্ভ অফিস।**—(১) গোয়েন্দা শাখার স্টাফদের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সাধারণ শাখার অধীন রিজার্ভ অফিস একটি সেকশন হিসাবে কাজ করিবে।

(২) উপ-পুলিশ কমিশনার ও অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও দিকনির্দেশনায় রিজার্ভ অফিসে গোয়েন্দা শাখার ষ্টাফদের শৃঙ্খলা, বদলি, পোষ্টিং, ছুটি প্রভৃতি বিষয় দেখাশোনা করিবে।

(৩) রিজার্ভ অফিসে একজন ইন্সপেক্টর (আরওআই) এবং কয়েকজন সাব-ইন্সপেক্টর ও এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর থাকিবেন।

১৯। **মোটরযান সেকশন**।—গোয়েন্দা শাখায় বরাদ্দকৃত মোটরযানসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ একটি মোটরযান সেকশন থাকিবে।

(২) একজন উপ-পরিদর্শক বা সার্জেন্ট মোটরযান সেকশনের দায়িত্বে থাকিবেন এবং তিনি মোটরযানসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী, প্রভৃতি সরবরাহের জন্য দায়ী থাকিবেন।

২০। **প্রেস সেকশন**—(১) সাধারণ শাখার অধীন একটি প্রেস সেকশন থাকিবে যাহাতে সংবাদপত্র, সাময়িকী এবং সকল ধরনের প্রকাশনার হালনাগাদ তথ্যাদি থাকিবে এবং ইহাতে নগরীর ছাপাখানাগুলির তথ্যাদিও থাকিবে।

(২) প্রেস সেকশনের কাজ হইবে ছাপাখানা ও প্রকাশনাসমূহের বিবিধ বিষয়ে তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৩) প্রেস সেকশনের একজন ইন্সপেক্টর ও কতিপয় উপ-পরিদর্শক থাকিবেন।

(৪) অশ্লীল ছবি, ফটোগ্রাফ, বই, সিডি, ফিল্ম প্রভৃতি বিক্রয়, ছবিসহ বা ছবিবিহীন অশ্লীল পোস্টার প্রদর্শন এবং গোপন ব্যাধিসমূহের নিরাময়ের অবিশ্বাস্য বিবরণ সম্বলিত আপত্তিকর বিজ্ঞাপন লাগানোর বিরুদ্ধে প্রেস সেকশন হইতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২১। **হাজত**।—(১) অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে, গ্রেফতারকৃতদের রাখিবার জন্য ডিবি অফিসে একটি হাজত খানা থাকিবে।

(২) একজন হেড কনষ্টেবল হাজত খানার দায়িত্বে থাকিবেন এবং বন্দীদের হাজতে ঢুকাইবার পূর্বে বন্দীর শরীরে কোন ক্ষতচিহ্ন আছে কিনা তাহা ভালোভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বন্দী নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপনের আশঙ্কা নিরসনের জন্য, প্রয়োজনে, নিরপেক্ষ সাক্ষী ডাকিয়া হাজতে ঢুকানোর পূর্বেই বন্দীর শরীর পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) মহিলা বন্দীদের পরীক্ষানিরীক্ষার বিষয়টি ডিবির বিশেষ মহিলা পুলিশ দল কর্তৃক সম্পন্ন করিতে হইবে এবং হাজতে তাহাদের আলাদাভাবে থাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) বন্দীকে সতর্কতার সাথে তল্লাশী করিতে হইবে এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি ব্যতীত বন্দীর সাথে থাকা সবকিছু সরাইয়া লইতে হইবে এবং বন্দীকে ঐগুলির একটি রশিদ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) মহিলা বন্দীদের কাঁচের চুঁড়ি, শাখা অথবা হাতের বালা অপসারণ করা যাইবে না।

(৬) হেড কনষ্টেবল হাজত পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইবেন যে, হাজতে অথবা বন্দীদের নাগালের মধ্যে কোন অস্ত্রপাতি বা এমনকোন জিনিস যেমন-বাঁশ, রশি, টুল ইত্যাদি নাই, যাহা পলায়ন বা আত্মহত্যার কাজে সহায়ক হইতে পারে।

(৭) গ্রেফতারের কারণসহ বন্দীর খুঁটিনাটি সব বিষয়ক যত্নের সহিত জেনারেল ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৮) পুলিশ কমিশনারের নিকট রক্ষিত তহবিল হইতে বন্দীদের খাবার দাবারের খরচ মিটাইতে হইবে।

২২। **মুদ্রা জালিয়াতি বিষয়ক সেকশন।**— (১) সাধারণ শাখার অধীন একটি মুদ্রা জালিয়াতি বিষয়ক সেকশন থাকিবে এবং যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মাঝে মাঝে বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে জাল নোটের তালিকা সংগ্রহ করিবেন এবং জালকারীদের বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান চালাইবেন।

(২) গাজীপুর সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন হইতে জাল নোট সম্পর্কিত বিজ্ঞানসম্মত তথ্যাদি পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে এবং নোট জালকারীদের পাকড়াও করিবার জন্য ও জালিয়াতচক্রকে বিচারে সোপর্দ করিতে কার্যকর নজরদারি ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) ধাতব জাল মুদ্রা সম্পর্কেও বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় একই ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৪) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার যে কোন স্থানে নোট বা ধাতবমুদ্রা জালকারী গ্রেফতার হইলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গ্রেফতারের পরপরই সাধারণ শাখার মুদ্রা জালিয়াতি বিষয়ক সেকশনে হাজির করিবেন।

২৩। **Immoral Trafficking বিষয়ক সেশকন।**—(১) গোয়েন্দা শাখায় একটি Immoral Trafficking বিষয়ক সেকশন থাকিবে এবং উক্ত সেকশনের বিশেষ দায়িত্ব হইবে ঢাকা মহানগরীতে অনৈতিক ব্যবসার ব্যাপ্তি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্যাদি সংরক্ষণ করা এবং উহা দমন করা।

(২) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ কর্মকর্তাগণ Suppression of Immoral Traffic Act, 1933 (Act VI of 1933) এর অধীন অনৈতিক নারী ও শিশু পাচার রোধ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং অপরাধীদের বিচারে সোপর্দ করিবে।

(৩) জটিল তদন্ত কার্য সাধারণ শাখার অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার এর দিক নির্দেশনায় সম্পন্ন করিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে আকস্মিক অভিযান পরিচালনা ও পাহারার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২৪। **নিখোঁজ ব্যক্তি অনুসন্ধান সেকশন।**—(১) গোয়েন্দা শাখায় একটি নিখোঁজ ব্যক্তি অনুসন্ধান সেকশন থাকিবে।

(২) কোন ব্যক্তির নিখোঁজ হইবার সংবাদ পৌঁছামাত্র উহা থানার জেনারেল ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ গোয়েন্দা শাখা ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষে প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত সংবাদ ডিবি অফিসের জেনারেল ডায়েরীতেও লিপিবদ্ধ হইবে।

(৩) নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য ঢাকা মহানগরীর ভিতরে ও বাহিরে প্রয়োজন হইলে কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে সমন্বিত অভিযান চালাইতে হইবে।

(৪) নিখোঁজ ব্যক্তি অনুসন্ধান সেকশন উপ-বিধি (২) ও (৩) এ উল্লিখিত কার্যসমূহ সম্পন্ন করিবে এবং থানা ও উক্ত সেকশনে মিসিং রেজিস্টার এবং ডিপোজিট রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে।

(৫) ঢাকা মহানগরীতে পথ হারানো কোন ব্যক্তিকে থানায় আনা হইলে, তাহাকে যথাযথভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইবে এবং জেনারেল ডায়েরী তাহার থানায় হাজির হইবার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং বিষয়টি ডিবির অনুসন্ধান সেকশনে তৎক্ষণাৎ অবহিত করিতে হইবে।

(৬) নিখোঁজ ব্যক্তি অনুসন্ধান সেকশনে নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে কোন সংবাদ পাওয়া গেলে উহা, ক্ষেত্রমত, মিসিং রেজিস্টার বা ডিপোজিট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং এই এন্ট্রিগুলি প্রতিমাসে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৭) কোন নিখোঁজ সংবাদ প্রাপ্তির পর নিখোঁজ ব্যক্তি অনুসন্ধান সেকশন তাহা ঢাকা মহানগরীর হাসপাতলসমূহের ভর্তি রেজিস্টার, এক্সিডেন্ট রেজিস্টার, নিখোঁজ রেজিস্টার, ডিপোজটি রেজিস্টার, লাশের ফাইল এবং বেতার বার্তা ফাইলের সহিত মিলাইয়া দেখিবে এবং নিখোঁজ বা প্রাপ্ত ব্যক্তির খোঁজ খবর নিশ্চিত করিবে।

(৮) স্থানীয় পুলিশ নিখোঁজ ব্যক্তির বিষয়ে যে কোন ধরনের যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়ামাত্র বিষয়টি নিখোঁজ ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে জানাইবে, যাহাতে তাহারা তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে পারে।

(৯) নিখোঁজ ব্যক্তি অনুসন্ধান সেকশন নিখোঁজ সংবাদ, প্রয়োজনে, সকল প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।

(১০) প্রতি মাসে মোট কতজন নিখোঁজ হইয়াছেন এবং তন্মধ্যে মাস শেষে কতজনকে পাওয়া গিয়াছে এবং কতজনের খোঁজ পাওয়া যায় নাই, নিখোঁজ ব্যক্তি অনুসন্ধান সেকশন ইত্যাদির বিবরণ সম্বলিত মাসিক বিবরণী তৈরী করিবে এবং উক্ত বিবরণীর অনুলিপি অধিকতর অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার বরাবরে প্রেরণ করিবে।

(১১) কিছুদিন পর পর খোঁজ না পাওয়া ব্যক্তিদের অনুসন্ধান চালাইবার জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তিদের একটি সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

(১২) নিখোঁজ ব্যক্তি অনুসন্ধান সেকশন উপ-বিধি (১১)তে উল্লিখিত তালিকা 'বাংলাদেশ পুলিশ গেজেটে' প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে এবং সকল নিখোঁজ ও প্রাপ্তি সংবাদ, নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা সংলগ্ন জেলাগুলিতে প্রচার করিবে।

২৫। **ক্রাইম জোন**।—(১) গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনারগণ অপরাধ নিরোধ ও উদ্ঘাটনের কাজে এবং একই সাথে মামলা তদন্তের কাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে মনোনিবেশ করিবেন এবং তাহারা অপরাধ প্রতিরোধের জন্য সন্দেহভাজন, পলাতক অপরাধী ও সাজাপ্রাপ্তদের গ্রেফতারের জন্য, চোরাইমাল উদ্ধার ও অনুরূপ অন্যান্য উদ্দেশ্যে ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করিবেন।

(২) প্রত্যেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারের নিয়ন্ত্রণ ও ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে প্রতিটি ক্রাইম জোনে দুই বা ততোধিক দল গঠিত হইবে যাহা জটিল ও বিশেষ ধরনের মামলা তথা অপরাধের তদন্তে পারঙ্গম অত্যন্ত দক্ষ তদন্তকারী কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত বিশেষ দলগুলি সহকারী পুলিশ কমিশনার বা সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত হইবে এবং উক্ত দলের দলনেতা দলের সঠিক ও সুচারু কার্য সম্পাদনের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৪) প্রত্যেক দলে কর্মরত সদস্যগণ যাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত ডায়েরী দাখিল করেন, নিয়মিত কেস ডায়েরী লিখেন এবং সময়মত প্রদত্ত তদন্ত সমাপ্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন, দলনেতা তাহা নিশ্চিত করিবেন।

(৫) প্রত্যেক দলনেতা প্রদত্ত কাগজপত্র, মামলা ও তদন্তসমূহের হেফাজতের জন্য ক্রাইম ইনডেক্স এবং যোগাযোগ রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

২৬। **কিশোর অপরাধী**।—(১) শিশু জড়িত রহিয়াছে এইরূপ সকল মামলা সর্বাত্মক সতর্কতার সহিত Children Act 1974 (Act XXXIX of 1974) এর বিধান মোতাবেক পরিচালনা করিতে হইবে।

(২) জামিনে মুক্তি প্রদান করা সম্ভব না হইলে কিশোর অপরাধীদেরকে আদালতে প্রেরণ করিবার সময় লাল কালিতে তাহার বয়স লিখতে হইবে এবং প্রতিটি কেসে অবিলম্বে প্রবেশন অফিসারকে গ্রেফতারের সংবাদ জানাইতে হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট ক্রাইম জোনের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার Children Act, 1974 (Act. XXXIX of 1974) এর বিধান কার্যকর করিবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৭। **মামলা গ্রহণের পদ্ধতি**।—(১) যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা শাখা) অথবা তাহার কোন উপ-পুলিশ কমিশনার এবং অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট দাখিলকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৫১ ধারা বলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার হিসাবে এবং তদন্তের জন্য ক্ষমতাবান কোন কর্মকর্তাকে উপ-পুলিশ কমিশনার বা অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার তদন্তের ভার অর্পণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা রুজু করিয়া আইন মোতাবেক দৈনন্দিন তদন্ত সম্পাদন করিবেন এবং তদন্ত সম্পন্ন হইলে যেই থানায় মামলা রুজু হইয়াছে সেই থানায় কর্মরত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে ফৌজদারী কার্য বিধির ১৭৩ ধারা মতে রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

(৪) পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে অথবা বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার এবং ডিবির উপ-পুলিশ কমিশনারের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে থানায় দায়েরকৃত মামলার তদন্তভার গোয়েন্দা বিভাগ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে ডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্ত করিয়া ফৌজদারী কার্য বিধির ১৭৩ ধারা মতে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

(৫) ডিবির কোন কর্মকর্তা মামলার তদন্ত পরিচালনাকালে শুধুমাত্র গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার এবং তাহার তত্ত্বাবধানকারী স্টাফদের দিক নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রনাধীনে থাকিবেন।

২৮। **অন্যান্য ইউনিটকে সহায়তাদান**।—(১) অপরাপর ইউনিট ও থানায় জটিল মামলার তদন্তকালে সংশ্লিষ্ট তদন্ত কারী কর্মকর্তা কর্তৃক ডিবির বিশেষজ্ঞ সহায়তা চাওয়া হইলে ডিবি সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সহায়তা প্রদানকালে গোয়েন্দা শাখার কর্মকর্তাগণ শুধু উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করিবে এবং কোনভাবেই তদন্তের দায়-দায়িত্ব বহন করিবেন না এবং তদন্তের দায়িত্ব পূর্বের মত সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা ও তাহার তত্ত্বাবধানকারীর উপরই ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) গোয়েন্দা শাখার কর্মকর্তা কর্তৃক কোন সহায়তা প্রদান করা হইলে প্রদত্ত সহায়তার বিবরণ অবিলম্বে গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনারকে প্রেরণ করিতে হইবে।

২৯। **এসআর কেস ও প্রগ্রেস রিপোর্ট**।—(১) পরিশিষ্ট-৫ এ উল্লিখিত এসআর কেস হিসাবে বিবেচনাযোগ্য মামলাসমূহ তদন্তকালে তদন্ত কর্মকর্তা বিরতিহীনভাবে তদন্ত চালাইবেন এবং সফলভাবে তদন্ত সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল উপায় অবলম্বন করিবেন।

(২) গোয়েন্দা শাখা পরিচালিত এসআর কেসের তদন্তের অগ্রগতি পাক্ষিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট উপ-পুলিশ কমিশনার বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।

৩০। **সিআইডিতে মামলা বদলী**।—(১) ভালো ফলাফলের জন্য বিশেষ জটিল ধরনের এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে বিস্তৃত মামলার তদন্তের দায়িত্ব বাংলাদেশ পুলিশের সিআইডিকে প্রদান করা যাইবে।

(২) বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক কমিশনার এবং অতিরিক্ত আইজিপি (সিআইডি) এর সহিত আলোচনা করিয়া উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত মামলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করিবেন এবং যথাযথ আদেশ পাইলে, সিআইডি ক্ষিপ্রতার সহিত তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

(৩) সিআইডি কোন মামলার তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে উহা উক্ত বিভাগে বদলীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং সিআইডি নিয়ন্ত্রিত কোন তদন্ত বা অনুসন্ধানের বিষয়ে কোনরূপ আদেশ বা মন্তব্য প্রকাশ করা হইতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃপক্ষ সর্বদা বিরত থাকিবে, তবে, সিআইডিতে বদলিকৃত মামলার তদন্তের পাক্ষিক অগ্রগতি রিপোর্ট উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) বরাবর প্রেরিত হইবে।

৩০। **গুন্ডাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।**—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা হইতে বহিস্কৃত গুন্ডাদের কেসগুলি গোয়েন্দা শাখা তদারক করিবে এবং বহিস্কৃত থাকার মেয়াদপূর্তীর পূর্বেই উহারা নগরীতে ফিরিয়া আসিলে সংশ্লিষ্ট গুন্ডাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) গোয়েন্দা বিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হইবে দুবৃর্ত্তদের গুন্ডামী বন্ধের জন্য নিরোধমূলক ডিটেনশনের ব্যবস্থা করা।

(৩) সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের বিবেচনায় কোন ব্যক্তি লাগামহীন চাটুকারিতায় নিয়োজিত হইলে দালিলিক প্রমাণের উদ্ধৃতাংশসহ তাহার হিস্ট্রিশীট উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) বরাবর পাঠাইতে হইবে এবং তিনি রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করিয়া কমিশনারের নিকট এতদ্‌বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ পেশ করিবেন।

৩১। **কতিপয় ক্ষেত্রে সলিসিটর বা সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সহিত যোগাযোগ।**—(১) পুলিশ কমিশনারের পক্ষে গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত ও বিচার সম্পর্কে সলিসিটর এবং বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের সাথে যোগাযোগ রক্ষার বিষয়ে দায়ী থাকিবেন।

(২) অপরাধ বিষয়ক বিভাগের (ক্রাইম ডিভিশন) কোন উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট হইতে আপীল, মোশন ও রিভিশন দায়ের, আইনজীবী নিয়োগ, স্পেশাল কোর্ট স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে আবেদন পাইলে উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া অনতিবিলম্বে উহা সলিসিটরকে অবহিত করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত কোন আবেদন প্রেরিত হইলে অপরাধ বিষয়ক বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার যাহাতে আপীল, মোশন বা রিভিশনের আবেদনের সাথে মামলার টাইপকৃত সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবরণী, মামলার রায়, আপীলের গ্রাউন্ড এবং পাবলিক প্রসিকিউটরের মন্তব্যও প্রেরণ করেন সেই বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) বিশেষ আদালতে বিচার্য মামলার জন্য বিশেষ আদালতের উপযোগী সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবরণ এবং পাবলিক প্রসিকিউটরের মতামত প্রেরণ করিতে হইবে এবং মামলা করিবার অনুমতির জন্য আবেদনের সাথে মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, মেমো অব এভিডেন্স, পাবলিক প্রসিকিউটরের মতামত এবং খসড়া অনুমতিপত্রও দাখিল করিতে হইবে।

(৫) উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত কোন আবেদন পাইবার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে, উক্ত বিষয়ে পুলিশ সদর দপ্তরে পত্র প্রেরণ করিবেন এবং অতঃপর পুলিশ সদর দপ্তর বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া সরকারের নিকট পেশ করিবে।

৩২। **ছদ্মবেশী স্কোয়াড।**—(১) গোয়েন্দা শাখায় দুই বা ততোধিক ছদ্মবেশী দল থাকিবে এবং প্রতিদলের নেতৃত্বে থাকিবে একজন করিয়া সহকারী পুলিশ কমিশনার।

(২) গোয়েন্দা শাখার যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার, লিখিত আদেশ বলে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বিদ্যমান সংস্থাপন হইতে ছদ্মবেশী স্কোয়াড গঠন করিবেন।

(৩) ছদ্মবেশী দলের সদস্যগণ যাহাতে সাধারণ মানুষ ও অপরাধীদের সহিত মিশিয়া গিয়া ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করিতে পারেন তদলক্ষ্যে তাহারা লম্বা চুল রাখিতে, লুঙ্গি, পাঞ্জাবী, ইত্যাদি সাধারণ পোশাক পরিতে পারিবেন।

৩৩। **অধিক্ষেত্রের বাহিরে তদন্ত পরিচালনা।**—তদন্ত বা অনুসন্ধান পরিচালনার প্রয়োজনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কোন কর্মকর্তা, গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনারের অনুমতি লইয়া, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে গমন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে বিষয়টি স্থানীয় পুলিশ সুপার বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পূর্বাহ্নেই অবহিত করিতে হইবে, তবে পূর্বে সংবাদ প্রদান করা সম্ভব না হইলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উক্ত সংবাদ জানাইতে হইবে।

৩৪। **পরিকল্পনা প্রণয়ন।**—পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে থানা বা ইউনিয়টের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে চাহিদাপত্র দিয়া প্ল্যান-মেকার আনাইতে হইবে এবং তাহার সাহায্যে দায়রা জজ আদালতে বিচার্য্য সকল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মামলার পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে এবং রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস সেকশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পুলিশ কমিশনার এই কাজ দেখাশুনা করিবেন।

৩৫। **জেল প্যারেড।**—(১) ক্রিমিনালদের চেহারা সকল শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিকট অবহিত রাখিতে প্রতি শুক্রবার সকাল সাতটা হইতে সকাল আটটার মধ্যে জেল প্যারেড অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) পরবর্তী শনিবার শুরু হওয়া সপ্তাহে যেই সকল ক্রিমিনাল ছাড়া পাইবে প্রতি বৃহস্পতিবার তাহাদের তালিকা বিতরণ করিবেন এবং এই তালিকা প্রণয়নের জন্য তিনি জেল হইতে, যথেষ্ট সময়, থাকিতে তথ্যা সংগ্রহ করিবেন।

(৩) অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) পর্যায়ক্রমে জেল প্যারেড তত্ত্বাবধানকারী বিভাগীয় জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারদের একটি রোষ্টার সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) কোর্ট হইতে একজন পুলিশ রেজিস্ট্রেশন অফিসার এবং ডিবি হইতে একজন ফটোগ্রাফারকে অবশ্যই জেল প্যারেডে হাজির থাকিতে হইবে।

(৫) বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার জেল প্যারেডের জন্য কর্মকর্তা ও ব্যক্তিদের নির্বাচন করিবেন, তবে প্যারেডে উপস্থিত পুলিশ অফিসারদের সংখ্যা যেন খুব বেশি না হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৬) সাজাপ্রাপ্তদের পরবর্তী প্রস্তাবিত আবাসিক ঠিকানা সম্পর্কে সতর্কতার সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইবে এবং ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকশনের মাধ্যমে স্থানীয় পুলিশকে উক্ত প্রস্তাবিত আবাসিক ঠিকানা অবহিত করিতে হইবে।

(৭) কর্মকর্তাগণ সাজাপ্রাপ্তদের সতর্কতার সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া নগরীতে ক্রিমিনালদের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবেন এবং এইরূপ তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্রাইম জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারকে অবহিত করিবেন।

(৮) প্রিজাইডিং অফিসার নিজ উপ-পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে উপ-পুলিশ কমিশনার গোয়েন্দা শাখায় জেল প্যারেডের রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন এবং হিস্ট্রিশীট ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড হালনাগাদ করিবার পর সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকশনে নথিভুক্ত হইবে।

৩৬। **পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স অফিস (পিআইও)**।—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় সাধারণ আইন শৃংখলা পরিস্থিতি প্রভাবিত করিতে পারে এই জাতীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য সাধারণ শাখার অধীন একটি পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স অফিস (পিআইও) থাকিবে এবং উক্ত অফিস প্রধানতঃ ঢাকা মহানগরীর পুলিশ ইউনিটগুলির মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ করিবে।

(২) সিটি এসবির প্রাথমিক দায়িত্ব হইতেছে ঢাকা মহানগরীতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নকারী রাজনৈতিক ও অন্যান্য সংবাদ সম্পর্কে কমিশনারকে সর্বদা অবহিত রাখা, কাজেই পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স অফিস সর্বদা সিটি এসবি'র সহিত যোগাযোগ রাখিবে।

(৩) পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স অফিসে চাহিদা অনুযায়ী বেতার যন্ত্র ও টেলিফোন থাকিবে এবং ইহা একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার, দুইজন ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন উপ-পরিদর্শক সমন্বয়ে দিনরাত কাজ করিবে।

৩৭। **জনসংযোগ অফিস (পিআরও)**।—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি জনসংযোগ অফিস থাকিবে যাহা একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার, একজন ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন উপ-পরিদর্শক সমন্বয়ে জনসংযোগ অফিস পরিচালিত হইবে।

(২) জনসংযোগ অফিস জনস্বার্থ সম্পর্কিত খবর, গ্রেফতার, ঝটিকা অভিযান, উদ্ধার তৎপরতা, কোন বড় ধরনের ঘটনা, ইত্যাদির খবর প্রচারের জন্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক সংবাদ মাধ্যমকে প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সংবাদ উপ-পুলিশ কমিশনারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে হ্যান্ড আউট বা মৌখিক রিপোর্টের মাধ্যমে দেওয়া যাইবে।

(৪) কোন ঘটনা সংঘটিত হইবার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে পুলিশ ইউনিটগুলি সংশ্লিষ্ট সংবাদ সুবিধামত জনসংযোগ অফিসে প্রেরণ করিবে।

(৫) জনগণ, রিপোর্টার বা জার্নালিষ্ট কোন ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের দাবী জানাইলে জনসংযোগ অফিসের যে কোন উপ-পুলিশ কমিশনারের সহিত যোগাযোগ করিতে পারিবে।

৩৮। **সাধারণ ডায়েরী সংরক্ষণ**।—কর্মকর্তাদের গোচরীভূত হওয়া সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য গোয়েন্দা অফিসে একটি জেনারেল ডায়েরী সংরক্ষণ করা হইবে যাহা থানায় সংরক্ষিত জেনারেল ডায়েরীর অনুরূপ হইবে।

পরিশিষ্ট-১

(বিধি ৩ দ্রষ্টব্য)

গোয়েন্দা শাখার সাধারণ কার্যাবলী

গোয়েন্দা শাখার সাধারণ কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা ঃ—

(ক) নিম্নবর্ণিত অপরাধসমূহ, যাহা সাধারণতঃ পেশাদার অপরাধীরা করিয়া থাকে, সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণ ঃ—

(১) ডাকাতি;

(২) জনপথ ও গৃহ দস্যুতা;

(৩) লাভের জন্য খুন;

(৪) ধাতব মুদ্রা ও স্ট্যাম্প জালিয়াতি, কাগুজে নোট বা প্রমিসরী নোট জালিয়াতি বা উক্ত বিষয়ে আলোচনা করা বা কাছে রাখা;

(৫) মাদক বা বিষ প্রয়োগ;

(৬) প্রতারণা;

(৭) ব্যাংক, বীমা, ভুয়া কোম্পানী, বাণিজ্যিক লেনদেন, আদম-ব্যবসা, ইত্যাদি বিষয়ে প্রতারণা;

(৮) হুন্ডি ব্যবসা;

(৯) কালো বাজারী;

(১০) মাদক ব্যবসা;

(১১) দলিল জালকরণ;

(১২) মুক্তিপণ দাবীতে অপহরণ;

(১৩) সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি;

(১৪) নারী ও শিশু পাচার;

(১৫) আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদের বে-আইনী ব্যবসা;

(১৬) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের অধীনে অপরাধ;

(১৭) সাইবার ক্রাইম;

(১৮) মোটরযান চুরি।

(খ) দফা (ক)-তে বর্ণিত অপরাধসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা; উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনমত অনুসন্ধান বা তদন্তে সহযোগিতা করা, উপদেশ দেওয়া, ইত্যাদি।

(গ) Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর ৪০০ ও ৪০১ ধারার অপরাধ সম্পর্কিত মামলা এবং বিশেষভাবে ভয়ংকর অপরাধীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৮, ১০৯ ও ১১০ ধারার কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সহায়তাদান, অনুসন্ধান ও তদন্তে সাহায্য করা;

(ঘ) পুলিশ কমিশনারের অনুমোদনক্রমে অথবা অন্য কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশবলে স্থানীয় পুলিশের অনুরোধক্রমে মারাত্মক ধরণের অপরাধের নিয়ন্ত্রণ বা অপরাধের অনুসন্ধান বা তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করা;

(ঙ) দফা (ক), (খ) (গ) ও (ঘ)-তে বর্ণিত অপরাধ এবং পেশাদার অপরাধীরা সাধারণতঃ যে সকল অপরাধ করিয়া থাকে পুলিশ কমিশনারের অনুমোদনক্রমে সেই সকল অপরাধ অনুসন্ধান করা।

পরিশিষ্ট-২

(বিধি ৫ দ্রষ্টব্য)

গোয়েন্দা শাখার যুগ্ম-পুলিশ কমিশনারের সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ ঃ—

(ক) অপরাধীদের সম্পর্কে ও তাহাদের কার্যাবলী সম্পর্কে গোপন তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করা;

(খ) পরিশিষ্ট ১-এ বর্ণিত মারাত্মক ধরণের অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা;

(গ) দফা (১) ও (২) সম্পর্কে রেকর্ড সংরক্ষণ করা;

(ঘ) স্থানীয় পুলিশকে তাহাদের অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজের বিষয়ে সহায়তা ও উপদেশ দান করা;

(ঙ) অপরাধ সম্পর্কিত ডাটা ও রেকর্ড প্রস্তুতকরণ, সংকলন ও সংরক্ষণ করা;

(চ) গোয়েন্দা শাখায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের কাজ তদারকি করা, তাহাদের শৃংখলা ও কল্যাণের বিষয়াদি দেখাশোনা করা;

(ছ) অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে সকল ধরণের যোগাযোগ রক্ষা করা;

(জ) কোর্ট পুলিশ ও প্রসিকিউশন কাজ দেখাশোনা করা;

(ঝ) অপরাধ ও আইন-শৃংখলা বিষয়ে কনফারেন্স, মিটিং, কমিটি প্রভৃতি বিষয়াদি দেখাশোনা করা;

(ঞ) ঢাকা মেট্রোপলিটন-পুলিশের জন্য প্রযোজ্য বিধি, প্রবিধি ইত্যাদির ব্যাখ্যা প্রদান করা;

(ট) নিজ অফিসসহ তাহার নিয়ন্ত্রণে কর্মরত বিভিন্ন ইউনিটের কাজ পরিদর্শন করা;

(ঠ) জনসংযোগ, প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও প্রচারণা চালানো;

(ড) গোয়েন্দা শাখার কর্মকান্ড, মহানগরীর অপরাধ পরিস্থিতি, অপরাধের ধরণ এবং প্রতিকারের সুপারিশ উল্লেখ করিয়া প্রতিমাসে পুলিশ কমিশনার বরাবর আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা;

(ঢ) অধীনস্থ বিভাগে সংঘটিত সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে কমিশনার বা অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারকে অবহিত রাখা;

(ণ) অধীনস্থ কর্মকর্তা ও মিনিষ্টিরিয়াল ষ্টাফদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লেখা;

(ত) গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত ইন্সপেক্টরদের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা;

(থ) পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন কর্মচারী এবং অধীনস্থ মিনিষ্টিরিয়াল ষ্টাফদের ছুটি মঞ্জুর করা;

(দ) বিভাগের মধ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলির বিষয়াদি দেখাশুনা করা;

(ধ) কমিশনার বা অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

(ন) পুলিশ কমিশনার বা অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারের নিকট এতদ্‌বিষয়ক রিপোর্ট দাখিল করা।

পরিশিষ্ট-৩

(বিধি ৭ দ্রষ্টব্য)

পরিচয়পত্রের নমুনা

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
গোয়েন্দা শাখা

মনোগ্রাম

বাহকের ষ্ট্যাম্প সাইজের ছবি

ক্রমিক নং

১। নাম ঃ
২। পদবী ঃ
৩। বিপি আইডি নং ঃ
৪। ডিবিতে যোগদানের তারিখ ঃ

ডিসি'র স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-৪

[বিধি ১০(৩) (ক) দ্রষ্টব্য]

সন্দেহভাজন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির তথ্যাবলী

ক্রমিক নং ঃ

সন্দেহভাজনের নাম ঃ

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

জন্ম তারিখ ঃ

পেশা ঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

বৈবাহিক অবস্থা ঃ

ধর্ম ঃ

	বর্তমান ঠিকানা ঃ		স্থায়ী ঠিকানা ঃ
গ্রাম/বাড়ি	ঃ	গ্রাম	ঃ
সড়ক	ঃ	সড়ক	ঃ
থানা	ঃ	থানা	ঃ
জেলা	ঃ	জেলা	ঃ

ইউপি সদস্য/চৌকিদারের নাম ঃ

সন্দেহভাজনের পরিবারের সদস্য ও সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

অন্য থানায় বসবাসরত বন্ধু ও আত্মীয়দের ঠিকানা ঃ

গ্রেফতারের স্থান ঃ

গ্রেফতারের তারিখ ঃ

গ্রেফতারের কারণ ঃ

(কেস রেফারেন্সসহ)

বর্তমান ঠিকানায় তাহার অবস্থানের মেয়াদ ঃ

যে স্থানে গ্রেফতার হইয়াছে সেই স্থানের মালিকের সহিত সম্পর্ক ঃ

পূর্ববর্তী গ্রেফতার সম্পর্কে তথ্য (যদি গ্রেফতার হইয়াছে) ঃ

গ্রেফতারের স্থানে তাহার অবস্থানের কারণ ঃ

তাহার বিরুদ্ধে বিচারাধীন মামলা ও গ্রেফতারী পরওয়ানার তথ্য ঃ

শারীরিক বিবরণ ঃ

উচ্চতা	ঃ	গড়ন	ঃ	চুলের রং	ঃ
গায়ের রং	ঃ	চোখের রং	ঃ	মাথা	ঃ
কপাল	ঃ	নাক	ঃ	দাঁত	ঃ
কান	ঃ	মুখমন্ডল	ঃ		

বিশেষ স্মারক চিহ্ন ঃ

(কাটা দাগ, কেশবিন্যাস, আঁচিল,

পোড়া দাগ, যন্ত্রণা, জন্মগত চিহ্ন ইত্যাদি)

মন্তব্য ঃ

(ব্যবহার, স্বভাব ও সাজসজ্জার বৈশিষ্ট্য)

পরিশিষ্ট-৪

[বিধি ১০(৩) (জ) দ্রষ্টব্য]

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ গেজেট

সেকশন ক

(বিবিধ বিষয়াবলী)

১ম খন্ড ঃ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সম্পর্কিত সরকারী আদেশ, নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

২য় খন্ড ঃ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সম্পর্কে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক কর্তৃক জারীকৃত সকল আদেশ।

৩য় খন্ড ঃ পুলিশ কমিশনারের গুরুত্বপূর্ণ সকল আদেশ।

৪র্থ খন্ড ঃ সিনিয়ার কর্মকর্তাদের পোষ্টিং ও বদলি আদেশ।

৫ম খন্ড ঃ সাব-ইনপেক্টর/সার্জেন্ট পদমর্যাদার অধঃস্তন কর্মকর্তা এবং ইন্সপেক্টরদের পোষ্টিং ও বদলী আদেশ।

৬ষ্ঠ খন্ড ঃ পুলিশ কমিশনার ও উপ-পুলিশ কমিশনারের আদেশানুযায়ী রিওয়ার্ড ও কমেন্ডেশন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ।

৭ম খন্ড ঃ পুলিশ কমিশনার ও উপ-পুলিশ কমিশনারের আদেশ অনুযায়ী পুলিশ অফিসারের শাস্তির বিষয়।

৮ম খন্ড ঃ বিবিধ বিজ্ঞপ্তিসমূহ।

সেকশন বি

(ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স)

১ম খন্ড ঃ বিবেচ্য মাসে রেকর্ডকৃত সকল নূতন ডাকাতি মামলার বিষয়।

২য় খন্ড ঃ মূল্যবান সম্পদ হারানো, চুরি যাওয়া বা খুঁজিয়া পাওয়া এবং সন্দেহবশতঃ পুলিশ কর্তৃক সিজকৃত বিষয়সমূহ।

৩য় খন্ড ঃ (ক) আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ খোয়া যাওয়া;

(খ) আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার হওয়া।

৪র্থ খন্ড ঃ (ক) হুলিয়াকৃত, পলাতক ও কুখ্যাত অপরাধীদের নাম;

(খ) হুলিয়াকৃত, পলাতক এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেফতার বিষয়ক।

৫ম খন্ড ঃ নিখোঁজ ব্যক্তি বিষয়ক।

৬ষ্ঠ খন্ড ঃ অসনাক্তকৃত মৃত ব্যক্তি।

৭ম খন্ড ঃ সন্দেহজনক ভবঘুরে, আগন্তুক অথবা অলস ব্যক্তি সম্পর্কিত রিপোর্ট।

৮ম খন্ড ঃ চাতুর্যপূর্ণ অপরাধ উদ্ঘাটন ও অন্যান্য ভালো কাজের সংক্ষিপ্ত হিসাব।

৯ম খন্ড ঃ ক্রিমিনাল কেসের গুরুত্বপূর্ণ রুলিং।

১০ম খন্ড ঃ গ্যাং কেসসমূহের হিষ্ট্রি।

অপরাধীদের জীবন-বৃত্তান্ত

১। নাম, ডাকনামসহ (যদি থাকে)

২। পিতার নাম, ডাকনামসহ (যদি থাকে)

৩। মাতার নাম, ডাকনামসহ (যদি থাকে)

৪। সম্প্রদায়

৫। নিবাস

(ক) বর্তমান

(খ) স্থায়ী

৬। পিতা-মাতার নাম ঠিকানাসহ প্রধান আত্মীয়দের নাম

৭। পিতা-মাতার নাম ঠিকানাসহ সঙ্গিসাথী ও দুষ্কর্মে সহযোগীদের নাম

৮। পূর্বের বংশগত ক্রিমিনাল হিষ্ট্রি

৯। (ক) সাধারণ কর্মক্ষেত্র

(খ) সাধারণ আবাসস্থলসমূহ

১০। বর্ণনামূলক তালিকা ঃ

(ক) আনুমানিক জন্ম তারিখ

(খ) উচ্চতা

(গ) গড়ন

(ঘ) গাত্রবর্ণ

(ঙ) মাথা

(চ) কপাল

(ছ) চুল

(জ) চোখ

(ঝ) নাক

(ঞ) মুখ

(ট) ঠোঁট

(ঠ) দাঁত

(ড) আঙ্গুল

(ঢ) চিবুক

(ণ) কান

(ত) মুখমন্ডল

(থ) দাঁড়ি

(দ) গোঁফ

(ধ) চিহ্ন (কাটা দাগ, পোড়া দাগ, ব্যাধি, জন্মগত দাগ, ইত্যাদি)

(ন) বৈশিষ্ট্য (ব্যবহার, অভ্যাস, ছদ্মবেশ, ভূয়া উপাধিধারী, বেশ্যার দালাল ইত্যাদি)

(প) অপরাধী যে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে

১১। যে মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বা সন্দিগ্ধ তাহার তালিকা ক্রমানুযায়ী সংক্ষিপ্ত হিস্ট্রি ও অপরাধ সংঘটনের পদ্ধতিসহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। তাহাতে থানার কেস নং, তারিখ, সাজা হইলে সাজার তারিখ, সাজাদানকারী কোর্টের নাম, যে ধারায় সাজা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট-৫

[বিধি ২৮ দ্রষ্টব্য]

এস আর কেস হিসাবে বিবেচনাযোগ্য মামলাসমূহ

১। সকল ডাকাতি মামলা;

২। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধযুক্ত মামলা;

৩। ব্যাংক হইতে বিরাট অংকের অর্থ দস্যুতা বা চুরি;

৪। পুলিশকে মারাত্মক আঘাতজনিত মামলা;

৫। লাভের জন্য খুন ও অপর গুরুত্বপূর্ণ খুনের মামলা;

৬। পুলিশ হেফাজত হইতে পলায়ন;

৭। পুলিশ কর্তৃক জনতা বা ব্যক্তি বিশেষের উপর গুলিবর্ষণ;

৮। লাইসেন্সবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক সিজ;

৯। নাশকতামূলক সন্দেহযুক্ত Explosives Substances Act, 1908 (Act VI of 1908) এর অধীন মামলা;

১০। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মামলা যাহা পুলিশ কমিশনার এস আর কেস হিসাবে ঘোষণারযোগ্য মনে করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী
উপ-সচিব (পুলিশ)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।